হরিণাকুণ্ডুতে একই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা বরখাস্ত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার তোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আমিরুল ইসলাম ও একই স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষিকা আসমা খাতুনকে অনৈতিক কর্মকান্ডের অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্কুল কমিটি।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্তে তাদের এই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাশিম মিয়া। তবে স্থানীয়রা ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাকে স্থায়ী বহিষ্কারের দাবী জানিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাশিম মিয়ার স্বাক্ষরিত পত্র থেকে জানা যায়,অভিযুক্ত শিক্ষক এবং শিক্ষিকার অনৈতিক সম্পর্কের কথোপকথনের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওই দুইজনকে আগামী দুই মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। তবে পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে আর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা সেসংক্রান্ত কিছুই উল্লেখ করা হয়নি।

জানাযায়, গত ১৫ জানুয়ারি তোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আমিরুল ইসলাম ও শিক্ষিকা আসমা খাতুনের ফেইসবুক মেসেঞ্জারের অশ্লীল কথোপকথনের স্ক্রিনশট সোস্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়। ম্যসেঞ্জারের অশ্লীল চ্যাট এর বিষয় সামনে আসার পরে বোঝা যায় শিক্ষক আমিরুল ও শিক্ষিকা আসমার মধ্যে দীর্ঘদিন পরকীয়া চলে আসছে। তাদের মোবাইল চ্যাটিং এ আরো বোঝা যায় যে তারা একে অপরের শরীর দেখা দেখিও করে এবং কোন এক আত্মীয়দের বাসায় যেয়ে নিজেদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক করার পরিকল্পনাও তারা করেন।

তবে অভিযুক্ত শিক্ষক আমিরুল ইসলাম বলেন,আমি ফেইসবুক সম্পর্কে ভালো বুঝিনা। কেউ আমার আইডি হ্যাক করে আমার সুনাম ক্ষুন্ন করার জন্য এসব কাজ করেছে।

এদিকে তাদের অশ্লীল চ্যাটিং সামাজিক যোগাযোগে মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পরে স্কুল পড়ুয়া ছেলে মেয়ে ও অভিভাবকদের মাঝে উত্তেজনা

ছড়িয়ে পড়ে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অবিভাবক ও এলাকাবাসী স্কুলে এসে ওই শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে স্কুল থেকে বরখাস্ত ও চাকুরীচুত্য করার দাবি জানিয়ে প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির উপরে চাপ প্রয়োগ করে। পরে থানা পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রশাসনের উপস্থিতিতে ম্যানেজিং কমিটির সভায় অভিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

এবিষয়ে তোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাশিম মিয়া বলেন, ম্যানেজিং কমিটির বৈঠকে সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে অভিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দুই মাসের জন্য সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা,এমন প্রশ্নের কোনো জবাব তিনি দেননি।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুল বারী বলেন, এলাকার সামজিক কোন্দল থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে। আসমা খাতুন ধর্মীয় শিক্ষক, সে এমন কাজ করতে পারে বলে আমার মনে হয়না। সাময়িক বরখাস্তের বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারেননি। সামনে সপ্তাহে স্কুলে গিয়ে বিষয়টি তিনি দেখবেন বলে জানান।

দর্শনায় দুদিন ব্যাপি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা

“উনত রাষ্ট্রের অভিষ্ঠ লক্ষ্য পৌছাতে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দুদিন ব্যাপি দর্শনায় প্রাথমিক শিক্ষক
- শিক্ষিকাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

এ সভায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজলার (সদর উপজলার) আংশিক নির্বাচনি এলাকা ও সকল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৯ শত শিক্ষকদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপির আয়োজনে,দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবুর সার্বিক সহযাগিতায় দর্শনা অডিটারিয়াম প্রাঙ্গনে শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলীর মধ্যে

মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মতবিনিময়সভা অনুষ্টিত হয়। এ মতবিনিময় সভায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

এসময় তার বক্তব্য বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন ভাতাসহ নানা ধরনের সুযোগ করে দিয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি নিরক্ষর মুক্ত সোনার বাংলাদেশ।তারই সুযোগ্য কন্যা তার রেখে যাওয়া স্বপ্ন গুলো পৃরন করার জন্য দেশের মানুষের জন্য নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আগে গ্রাম অন্ঝলে ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে যেতো না। এখন সরকার প্রত্যেক ছেলে মেয়েদের প্রতিমাসে কিছু টাকা দিচ্ছে।তাই আসুন আগামীতে শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে দেশকে উন্নত রাষ্ট হিসাবে গড়ে তুলি।

তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র জিপিএ-৫ অর্জন করলেই একজন শিক্ষার্থী ভালা ছাত্র হয়ে যাবে আমরা এটা মনে করিনা। আমাদর লক্ষ্যে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করা। যাতে শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় পাশ করার পর উচ মাধ্যমিক ভর্তি হয় সেখানে পড়ালেখায় পূর্বের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। আরও লক্ষ্য রাখতে হবে আপনাদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধূলা, জাতীয় দিবসগুলা যথাযথ ভাবে পালন, অভিভাবক এবং মায়েদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময়, দুর্বল শিক্ষার্থীদর প্রতি বিশেষ নজরদারী আপনাদেরকে গুরুত্বসহকারে দেখাশোনা করতে হবে।

বিশষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা, আ.লীগের সভাপতি মাহফুজুর রহমান মনজু বলেন, শিক্ষার্থীদের যোগ্য মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। তাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং অভিভাবকদর একযোগে কাজ করতে হবে।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন, দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক সরদার আলামিন, সহকারী পুলিশ সুপার মুনা বিশ্বাস, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ,লীগর সাধারণ সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা থানার অফিসার ইসচার্জ এ

এইচ লুৎফুল কবীর, দামুড়হুদা উপজলা প্রাথমিক সহকারী শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দীন, নুরু ইসলাম, শাহারিয়ার কবির।

শিক্ষকদর মধ্যে থেক দিকনির্দেশনা মুলক বক্তব্য রাখেন, দর্শনা পুর্ব রামনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারুণ অর রশিদ, দর্শনা কাস্টামস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেলেনা পারভীন।
পরিশেষে প্রধান অতিথি এ মতবিনিময় সমাবেশের আলাচনা সভায় শিক্ষকদের মধ্যে থেকে যেসব সূচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও দিক-নির্দশনা ও সরকারের শিক্ষার মান সমূহসহ উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন।অনুষ্টানটি সার্বিক পরিচালনা করেন দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ।